যুগান্তর

তারিখ 21 FEB 2008
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ৩

ছাত্রী হলে চোর

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের তাপসী রাবেয়া হলের গণরুমের গ্রিল কাটিয়া চোরের প্রবেশ এবং তিনটি সেলফোন এবং সোনার চেইন ছিনতাইয়ের প্রতিবাদে ছাত্রীরা বিক্ষোভ প্রদর্শন করিয়াছে। পলায়নপর চোরের ধাক্কায় গুরুতর আহত ছাত্রী দিপ্তীকে হাসপাতালে ভর্তি করা হইয়াছে। হলের ছাত্রীরা চোর প্রবেশের প্রতিবাদে প্রশাসন ভবন ঘেরাও করে। উপাচার্যের আশ্বাসের পর তাহারা হলে ফিরিয়া যায়। এই ঘটনার জেরে ঐ বিশ্ববিদ্যালয়ের বেশ কয়েকটি বিভাগের ফাইনাল পরীক্ষাও স্থগিত করা হইয়াছে। ঘটনাটি প্রমাণ করে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের তাপসী রাবেয়া হলের নিরাপত্তা ব্যবস্থা অত্যন্ত নাজুক। অন্যথায় চোর হলের ভিতরে ঢুকিয়া মূল্যবান জিনিসপত্র লইয়া চম্পট দিল কিভাবে? ইহার পূর্বে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় অপর একটি ছাত্রী হলেও অবাঞ্ছিত যুবকের প্রবেশ লইয়া লংকাকাণ্ড ঘটিয়াছিল। উহার পর কর্তৃপক্ষের চৈতন্যোদয় হয় নাই। কথায় বলে, চোর পালাইলে বুদ্ধি বাড়ে। এখন দেখিতেছি, রাবি কর্তৃপক্ষ বুদ্ধিমত্তার পরিচয় কখনোই দিতে পারে নাই। যদিও রাবি প্রশাসন তদন্তের লক্ষ্যে একটি কমিটি গঠন করিয়াছে। কমিটি ঘটনা সম্পর্কে রিপোর্টও হয়তো পেশ করিবে। কিন্তু চোর চিহ্নিত হইবে উহা নিশ্চিত করিয়া বলা যায় না। ধারণা করা যায়, শুধু রাবির তাপসী রাবেয়া হলই নহে, পুরা বিশ্ববিদ্যালয়ই বলিতে গেলে অরক্ষিত। ক্যাম্পাসে ছাত্র বা ছাত্রীদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করিবার দায়িত্ব রাবি প্রশাসনের। প্রশাসন সেই দায়িত্ব সুচারুভাবে পালন করিয়াছে উহা বলা যাইবে না। এইবারও চুরির ঘটনার রহস্য উদ্ঘাটিত না হইলে বুঝিতে হইবে, ডাল মে কুচ কালা হায়! কাহারা ক্যাম্পাসে চোর-জোচ্চোরদের প্রশ্রয় দিতেছে, উহা খুঁজিয়া বাহির করিতে হইবে। বিশ্ববিদ্যালয়ে আইন-শৃংখলা রক্ষার দায়িত্বে থাকা প্রক্টর ও সহ-প্রক্টরগণ চুরির পুনরাবৃত্তি রোধে উপযুক্ত পদক্ষেপ লইবেন বলিয়াই প্রত্যাশা। তাহারা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার পরিবেশ পুনরুদ্ধারে সজাগ থাকিবেন এবং ছাত্রীদের